[২০১৮] ১ এস. সি. আর. ৫০২

আয়কর কমিশনার ৫ মুম্বাই

বনাম

এম/এস. এসসার টেলিহোল্ডিংস লিমিটেড, তাদের ম্যানেজার

(২০১২ সালের ২১৬৫ নং দেওয়ানি আপিল)

৩১ জানুয়ারী, ২০১৮

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

আয়কর বিধিমালা, ১৯৬২ – বিধি ৮ঘ – উক্ত বিধি চার্জিং ধারা, অর্থাৎ ধারা ১৪ক, আয়কর আইন, ১৯৬১ এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) কে কার্যকর করার জন্য পদ্ধতি সরবরাহ করে – কার্যক্রমের প্রকৃতি – পূর্ববর্তী নাকি ভবিষ্যৎমুখী – আপিলকারী-রাজস্ব বিভাগের যুক্তি যে চার্জিং ধারা অর্থাৎ ধারা ১৪ক যেহেতু পূর্ববর্তী, সেহেতু পদ্ধতিগত বিধান, অর্থাৎ বিধি ৮ঘ-কেও পূর্ববর্তী হতে হবে – রায়: অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত ধারা ১৪ক এর বিধানগুলি কোনো রকম পদ্ধতি ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর ছিল, যা মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের হিসাব করার জন্য সরবরাহ করা হয়নি – এই ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সরবরাহকারী উপ-ধারা (২) এবং (৩) অর্থ আইন, ২০০৬ দ্বারা ধারা ১৪ক-তে সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছিল – ফিনান্স বিল, ২০০৬ এর বিধান ব্যাখ্যা করে স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ফিনান্স বিল, ২০০৬ দ্বারা আনীত সংশোধনীগুলি ০১.০৪.২০০৭ থেকে কার্যকর হবে – ২৮.১২.২০০৬ তারিখের কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড (সিবিডিটি) কর্তৃক জারি করা সার্কুলারেও বলা হয়েছিল যে ধারা ১৪ক এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) ২০০৭-০৮ থেকে কার্যকর হবে – উপরন্তু, বিধি ৮ঘ ১৯৯২ সালের বিধিতে ২৪.০৩.২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে এর অধীনে ব্যয়ের হিসাব করার জন্য প্রদত্ত নতুন পদ্ধতি মূল্যায়ন ইয়ার ২০০৮-০৯ এবং তার পর থেকে ব্যবহার করা হবে – বিধি ৮ঘ তে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে এটি পূর্ববর্তীভাবে প্রযোজ্য করার উদ্দেশ্য ছিল – সুতরাং, একটি আর্থিক বিধির পূর্ববর্তীতা ব্যাখ্যা করার জন্য বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলি প্রয়োগ করে এবং ধারা ১৪ক এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং বিধি ৮ঘ এর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে ফিনান্স বিল, ২০০৬ এর ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি এবং ২৮.১২.২০০৬ তারিখের সার্কুলার দ্বারা প্রতিফলিত বিভাগীয় বোঝাপড়ার সাথে একত্রিত করে দেখলে, এটি স্পষ্ট যে বিধি ৮ঘ ভবিষ্যৎমুখীভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ছিল – আইনের ব্যাখ্যা – আয়কর আইন, ১৯৬১ – অর্থ আইন, ২০০১ – অর্থ আইন, ২০০৬ – আয়কর (১৪তম সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৬) – সার্কুলার/বিজ্ঞপ্তি – সার্কুলার নং ১৪/২০০৬ তারিখ ২৮.১২.২০০৬।

আইনের ব্যাখ্যা – কার্যক্রমের প্রকৃতি – ভবিষ্যৎমুখী বা পূর্ববর্তী – ধার্য করা হয়েছে: প্রতিটি আইন প্রাথমিকভাবে ভবিষ্যৎমুখী, যদি না এটি স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া হয়। তবে, বিধিবদ্ধ বিধানের শুধুমাত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দিকে নিয়ে যায় না যে আইনটি প্রকৃতিগতভাবে ভবিষ্যৎমুখী।

নীতিবাক্য – "নোভা কন্সটিটিউটিও ফুতুরিস ফর্মাম ইম্পোনিয়ার ডেবেট নন প্র্যাটেরিটিস"– একটি আইনের ভবিষ্যৎমুখিতার অনুমানের নীতি – আলোচিত।

আইনের ব্যাখ্যা – একটি কর আইনের পদ্ধতিগত বিধান – ভবিষ্যৎমুখী বা পূর্ববর্তী – ধার্য করা হয়েছে: পদ্ধতিগত বিধানের প্রযোজ্যতা এটি ভবিষ্যৎমুখী না পূর্ববর্তী তা বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক দায়ের করা আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১. আইনসভার তাদের নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে; এটি ভবিষ্যৎমুখী এবং পূর্ববর্তী উভয়ভাবেই আইন প্রণয়ন করতে পারে। এটি বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, প্রতিটি আইন প্রাথমিকভাবে ভবিষ্যৎমুখী, যদি না এটি স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া হয়। আইনি নীতিবাক্য "নোভা কন্সটিটিউটিও ফুতুরিস ফর্মাম ইম্পোনিয়ার ডেবেট নন প্র্যাটেরিটিস", অর্থাৎ 'একটি নতুন আইন যা ঘটবে তা নিয়ন্ত্রণ করবে, অতীতকে নয়', একটি আইনের ভবিষ্যৎমুখিতার অনুমানের নীতি ধারণ করে।

"প্রিন্সিপালস অফ স্ট্যাটিউটরি ইন্টারপ্রিটেশন" ১৪তম সংস্করণ, বিচারপতি জি. পি. সিং রচিত অধ্যায় ৬ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

২.১ উপ-ধারা (২) এবং (৩) আয়কর আইন, ১৯৬১ এর ধারা ১৪ক-তে অর্থ আইন, ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছিল। ফিনান্স বিল, ২০০৬-এর বিধান ব্যাখ্যা করে স্মারকলিপিতে, করমুক্ত আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় বণ্টনের পদ্ধতিগুলির প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ফিনান্স বিল, ২০০৬ দ্বারা আনীত সংশোধনীগুলি ০১.০৪.২০০৭ থেকে কার্যকর হবে। ফিনান্স বিল, ২০০৬ দ্বারা ধারা ১৪ক-তে উপ-ধারা (২) এবং (৩) সন্নিবেশ করার পর, ২৮.১২.২০০৬ তারিখের সার্কুলার কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড কর্তৃক জারি করা হয়েছিল।

২.২ আয়কর বিধিমালা, ১৯৬২ ২৪.০৩.২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল, যার দ্বারা বিধি ৮ঘ সন্নিবেশিত হয়েছিল।

ধারা ১৪৪ উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩)-এ যেমন পরিকল্পিত ছিল, নিয়ম ৮ঘ দ্বারা সর্বপ্রথম মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আয় ছাড়াও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আয়কর কমিশনার (সেন্ট্রাল-১ নতুন দিল্লি) বনাম ভাটিকা টাউনশিপ প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৫ (১) এস. সি. সি ১: [২০১৪] ১২ এস. সি. আর ১০৩৭-অনুসৃত।

২.৩. ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি ২০০৬ এবং সিবিডিটি-র তারিখের বিজ্ঞপ্তি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে বিভাগ বুঝতে পেরেছিল যে উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) মূল্যায়ন বছর ২০০৭-২০০৮ থেকে কার্যকর করা হবে। উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) নির্ধারণ বছর ২০০৮-০৯ থেকে কার্যকর করার জন্য বিধি ৮ঘ নির্ধারণ করে পদ্ধতিটি সংবিধির বইয়ে আনা হয়েছিল, যা এই সত্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে-২ ব্যয় গণনা করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি আনা হয়েছিল যা নির্ধারণ বছর ২০০৮-০৯ এবং তার পরে ব্যয় গণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

৩.১. ২০০১ সালের অর্থ আইন দ্বারা যখন ১৪ক ধারা যুক্ত করা হয়, তখন তা '০১.০৪.১৯৬২' ধারা থেকে পূর্ববর্তী প্রভাব নিয়ে কার্যকর হয়, যেখানে ২০০৬ সালের অর্থ আইন, যার মাধ্যমে উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে ১৪ক ধারা যুক্ত করা হয়, তা '০১.০৪.২০০৬' ধারা থেকে কার্যকর হয়, যা ২০০৬ সালের অর্থ আইনের ১ (২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, এটি সুনির্দিষ্ট যে সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি প্রয়োগের নিছক তারিখটি এই উপসংহারে পৌঁছায় না যে সংবিধির প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু সম্ভাব্য প্রকৃতির। আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা এবং সংবিধির প্রকৃতি, প্রভাব এবং পরিণতি খুঁজে বের করার জন্য সংবিধির প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখতে হবে।

৩.২. ধারা ১৪ক অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছিল এবং ব্যয়ের হিসাব করার জন্য কোনো রকম পদ্ধতি প্রদান করা না হলেও বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর ছিল। যদিও ধারা ১৪ক ০১.০৪.১৯৬২ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল, কিন্তু অর্থ আইন, ২০০২ দ্বারা অবিলম্বে একটি প্রোভিসো (শর্ত) সন্নিবেশ করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে ধারা ১৪ক মুল্যায়নকারীং অফিসারকে ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১৪৭ এর অধীনে পুনঃমূল্যায়ন করার বা ইতিমধ্যে করা মূল্যায়ন বৃদ্ধি বা ফেরত কমানোর বা অন্যথায়

১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১৫৪ এর অধীনে করদাতার দায়বদ্ধতা বাড়ানোর জন্য কোনো আদেশ পাস করার ক্ষমতা দেবে না, যা ০১.০৪.২০০১ বা তার আগে শুরু হওয়া যেকোনো মূল্যায়ন বছরের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং, ০১.০৪.২০০১ এর আগে সমস্ত সমাপ্ত লেনদেন চূড়ান্ত করা হয়েছিল এবং পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

৪. একটি কর বিধির যন্ত্রপাতি বিধানকে তার প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে কার্যকর করতে হবে। তবে যন্ত্রপাতি বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা তা সম্ভাব্য বা পূর্ববর্তী হোক না কেন তা বিধিবদ্ধ প্রকল্পের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

আয়কর কমিশনার ~ III বনাম কলকাতা নিটওয়ার্স, লুধিয়ানা (২০১৪) ৬ এস. সি. সি ৪৪৪-বিশিষ্ট।

৫.১ বিধি ৮ঘ আয়কর (চতুর্দশ সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৬ দ্বারা ০২.০৬.২০১৬ থেকে আবারও সংশোধিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে বিধি ৮ঘ উপ-বিধি (২) একটি নতুন বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। ব্যয় নির্ধারণের জন্য যে পদ্ধতি ২৪.০৩.২০০৮ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল, সেটি বাতিল করে ০২.০৬.২০১৬ থেকে একটি নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। বিধি ৮ঘ কে পূর্ববর্তী বলে ব্যাখ্যা করলে, ৫ম ও ১৪শ সংশোধনী বিধিগুলির প্রয়োগযোগ্যতায় দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বিধিটির একটি ভবিষ্যৎমুখী কার্যক্রম রয়েছে, যা অন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে ভবিষ্যৎমুখীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

৫.২ বিধি ৮ঘ এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিটি গণনা করার একটি সুপরিচিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ছিল না। গণনা করার নতুন পদ্ধতি বিধি ৮ঘ দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল। কোনো মুল্যায়নকারীং অফিসার, এমনকি তার কল্পনাতেও, বিধি ৮ঘ দ্বারা কার্যকর করা পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে পারতেন না। বিধি ৮ঘ তে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে এটি পূর্ববর্তীভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য ছিল। একটি আর্থিক বিধির পূর্ববর্তীতা ব্যাখ্যা করার জন্য বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলি প্রয়োগ করে এবং ধারা ১৪ক এর উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং বিধি ৮ঘ এর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে ফিনান্স বিল, ২০০৬ এর ব্যাখ্যা নোট এবং ২৮.১২.২০০৬ তারিখের সার্কুলার দ্বারা প্রতিফলিত বিভাগীয় বোঝাপড়ার সাথে একত্রিত করে দেখলে, এটি স্পষ্ট যে বিধি ৮ঘ ভবিষ্যৎমুখীভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ছিল। এটি ধার্য করা হয়েছে যে বিধি ৮ঘ ভবিষ্যৎমুখী এবং মূল্যায়ন ইয়ার ২০০৮-০৯ এর পূর্ববর্তী কোনো মূল্যায়ন বছরের জন্য এটি প্রয়োগ করা যায় না।

গোদরেজ বয়েস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম ডেপুটি কমিশনার অফকাম ট্যাক্স, মুম্বাই এবং আরেকজন (২০১০) ৩২৮ আই. টি. আর ৮১ (বোম)-অনুমোদিত।

আয়কর কমিশনার ১, আহমেদাবাদ বনাম গোল্ড কয়েন হেলথ ফুড প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৮) ৯ এস. সি. সি ৬২২: [২০০৮] ১২ এস. সি. আর ১৭৯; সম্পদ কর কমিশনার। 'মীরাট বনাম শরবন কুমার স্বরূপ এবং সন্স (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি ৬২৩: [১৯৯৪] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৫০-বিশিষ্ট।

গোবিন্দ দাস এবং অন্যান্য বনাম আয়কর কর্মকর্তা এবং আরেকজন (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি ৯০৬: [১৯৭৬] ৩ এস. সি. আর ৪৪; জয়ম এবং কোম্পানি বনাম সহকারী কমিশনার ও অন্যান্যরা (২০১৬) ১৫ এস. সি. সি ১২৫: [২০১৬] ৬ এস. সি. আর ৭৮৭-এর উপর নির্ভর করেছিল।

গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম আয়করের ডেপুটি কমিশনার, মুম্বাই এবং আরেকটি (২০১৭) ৭ এস. সি. সি ৪২১; ঝাড়খণ্ড রাজ্য বনাম শিব করমপাল সাহু (২০০৯) ১১ এস. সি. সি ৪৫৩-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৭৬] ৩ এস. সি. আর. ৪৪	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০১৪] ১২ এস. সি. আর. ১০৩৭	অনুসরণ করে	অনুচ্ছেদ ২৬
[২০১৬] ৬ এস. সি. আর. ৭৮৭	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২৭
[১৯৯৪] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর. ৭৫০	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৩৭
[২০০৮] ১২ এস. সি. আর. ১৭৯	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪০
(২০১৪) ৬ এস. সি. সি. ৪৪৪	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪২
(২০০৯) ১১ এস. সি. সি. ৪৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৭
(২০১৭) ৭ এস. সি. সি. ৪২১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৯
(২০১০) ৩২৮ আই. টি. আর ৮১ (বোম.)	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৯

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১২ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ২১৬৫

বোম্বে উচ্চ আদালতের ২০১২ সালের ১২.০৯ তারিখের আইটিএ (এল) নং ৯৪৭/২০১১ মামলার রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

সঙ্গে

২০১৮ সালের সি. এ. নং ১৪২৯, ১৪৩০ -১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৩৪, ১৪৩৫, ১৪৩৬, ১৪৩৭, ১৪৩৮, ১৪৩৯, ১৪৪০, ১৪৪১, ১৪৪২, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৪৪৫, ১৪৪৬, ১৪৬০ এবং ১৪৬১।

২০১৫ সালের সি. এ. নং ১১৭, ১১৮, ৬৭২৭, ১১৯, ১১৬, ১৯৪, ১১৪, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৮, ১১৩, ১২৬, ১২৪, ১২৯, ১২৫, ১২৭, ৩৩৫৫, ৩৩৫৯, ৩৭৮১, ৩৩৫৮, ৬২৯৪, ৭৮৯২, ৯২৫১, ৯২৫২ এবং ১৪৫২৫।

২০১২ সালের সি. এ. নং ৫১০১, ৭৩৯৫, ৭৩৯৪, ৭৭৯৭, ৭৪২৬, ৮১৯৫ এবং ৮৮০০।

২০১৩ সালের সি. এ. নং ৩৮১, ৩২৭৩, ১১০১, ৬৩১৩, ৬৭৩৩, ৬১৯১, ৮৯২১, ৬১৯২, ৭১৬৭, ৮৩৭৬, ৭১৭২, ৭১৭০, ৯১৮৩, ৮৩৪১, ৭১৬৮, ৮২৫৬, ৭১৭১, ৭৯৭৪, ৮৩৪২, ৭১৭৩, ৮৩৪৩, ৮৯৩৩, ৮৯০৯, ৯৮৩২, ৯৮৩৩ এবং ৯১৮৪।

২০১৬ সালের সি. এ. নং ৮১৭৮, ৮১৭৭, ৩২৭৯, ৫০৪৪, ৫৪১৭ এবং ৬০১৯।

২০১৭ সালের সি. এ. নং ৪৫৩৯।

উপস্থিত পক্ষগুলির পক্ষে আইনজীবীগণ কে. রাধাকৃষ্ণন, যশঙ্ক অধ্যরু, এস. কে. বাগারিয়া, সিনিয়র অ্যাডভোকেটগণ। রামেশ্বর প্রসাদ গোয়াল, ব্রজেশ কুমার, শ্রীমতী কবিতা ঝা, অরিজিৎ প্রসাদ, রূপেশ কুমার, ডি. এল. চিদানন্দ, শ্রীমতী সাধনা সান্ধু, শ্রীমতী গার্গী খান্না, শ্রীমতী রেখা পান্ডে, শ্রীমতী অনিল কাটিয়ার, এইচ. আর. রাও, মনীশ পুষ্কার্ণা, রিতেশ কুমার, সত্যেন শেঠি, আর্ত ত্রানা পান্ডা, রজত নাভেট, শ্রীমতী সানিয়া তালওয়ার, কে. পন্ডিত, প্রদীপ কুমার বাকশী, মহেশ আগরওয়াল, কে. অজিত, শ্রীমতী পারুল শুক্লা, রাজেশ কুমার, সায়ারী বসু মালিক, রাঘব পান্ডে, ই. সি. আগ্রাওয়ালা, কামাল সহনী, প্রশান্ত মেহারচাঁদানী, শিখর গার্গ, শ্রীমতী পূজা ধর, শ্রীমতী ভানিতা ভার্গব, রনি ও. জন, অভিসার বৈরাগী, শিখর শ্রীবাস্তব, সঞ্জীব কাপুর, এম/এস. খৈতান এবং কোং, রাজীব ত্যাগী, মিহির অশোক মোদি, সুধাংশু সিক্কা, এম/এস. কে আশার এবং কোং, মুনাওয়ার নাসিম, ড. শাশ্বত বাজপাই, শারদ আগরওয়াল, ভি. এন. রঘুপতি, রঞ্জিত বি. রাউট, শ্রীমতী সুরভি কাপুর, শ্রীমতী বিনা গুপ্ত, সৈয়দ শহীদ হুসাইন রিজভি, এন. এ. উসমানি, সলিল কাপুর, সুমিত লালচান্দানি, সনাত কাপুর, শ্রীমতী অনন্যা কাপুর, শ্রীমতী সৌম্য সিং, কিসলয়া পরাশর, প্রবীণ স্বরূপ, অজয় আগরওয়াল, শ্রীমতী মল্লিকা যোশী, রাজন নারাইন, এস. বাসুদেভান, সৌরভ সুদ, শশাঙ্ক এস., আদিত্য ভট্টাচার্য, ভিক্টর দাস, শ্রীমতী অপেক্ষা মেহতা, পুনিত দত্ত ত্যাগী, ড. রাকেশ গুপ্তা, অম্বোজ কুমার সিনহা, শ্রীমতী মনিকা ঘাই, বি. এস. বান্থিয়া, সিমরান মেহতা, শ্রীমতী অরুনা গুপ্ত, নবীন কুমার, জগদীশ কুমার চাওলা, রুস্তম বি. হাথিখানাওয়ালা, বিমল রয় জাদ, স্বামী নাথ, এন. জি. দেব, শ্রীমতী ভিথিকা গার্গ, বিজয় কুমার, শ্রীমতী বিদুষী গার্গ, রাজেশ মাহনা, ভার্গব ভি. দেসাই, এস. গৌথামান, অশোক মাথুর, বীরেন্দ্র কুমার মিশ্র, বিবেক জৈন, শ্রীমতী শ্যালি ভাসিন, অজয় শর্মা, চন্দ্র প্রকাশ, অ্যালজো কে. জোসেফ, মায়াঙ্ক নাগী, তরুণ সিং, শেখর প্রীত ঝা, অ্যাডভোকেটগণ।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি

১. বিলম্ব মার্জনা করা হলো। অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. ২০১৬ সালের ১৬.১১ তারিখে যখন এই আপিল সহ আরও কয়েকটি আপিল শোনা হয়েছিল, তখন এই আদালত লক্ষ্য করে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চারটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বর্তমান মামলাগুলির মধ্যে, যার দেওয়ানি আপিল নং ২১৬৫ একটি প্রধান মামলা, সেটি শুধুমাত্র প্রশ্ন নং ২ এর সাথে সম্পর্কিত, যা নিম্নরূপ:

"ধারা ১৪ক-এর উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩), যা ০১.০৪.২০০৭ থেকে কার্যকর হয়েছে, তা কি সকল বিচারাধীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে?

বিধি ৮ঘ কি পূর্ববর্তীভাবে প্রযোজ্য হবে?"

৩. আইনের উপরোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপনকারী এই সমস্ত আপিল একত্রে শোনা হয়েছে এবং এই সাধারণ রায় দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, দেওয়ানি আপিল নং ২১৬৫/২০১২ এর তথ্য ও কার্যধারা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

তথ্য

দেওয়ানি আপিল নং ২১৬৫/২০১২

৪. এই আপিলটি বোম্বে হাইকোর্টের ২০১২ সালের ১২.০৯ তারিখের ইনকাম ট্যাক্স আপিল (এল) নং ৯৪৭/২০১১ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যে রায়ে হাইকোর্ট পূর্ববর্তী বোম্বে হাইকোর্টের ২০১০ সালের ১২.০৮ তারিখের গডরেজ বয়েস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম ডেপুটি আয়কর কমিশন, মুম্বাই এবং অ্যানার. ((২০১০) ৩২৮ আইটিআর ৮১(বোম.) তে প্রকাশিত) মামলার রায় অনুসরণ করে আয়কর কমিশনার কর্তৃক দায়ের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছে। আলোচ্য মূল্যায়ন বছর হলো ২০০৩-২০০৪। মুল্যায়নকারী (আপিলের বিবাদী) ২০০৩ সালের ০১.১২ তারিখে তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করে ৬৯,৯২,৬৭,৫২৭/- টাকার ক্ষতি ঘোষণা করে। মুল্যায়নকারীর কাছে ধারা ১৪৩(২) এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। মুল্যায়নকারীং অফিসার ২০০৬ সালের ২৭.০৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে রায় দেন যে, আলোচ্য বছরে মুল্যায়নকারী কোম্পানির করযোগ্য এবং অ-করযোগ্য উভয় প্রকারের লভ্যাংশ আয় ছিল। তদনুসারে, মুল্যায়নকারী অফিসার ধারা ১০(২৩জি) এর অধীনে করমুক্ত বিনিয়োগের লভ্যাংশকে ধারা ১৪ক এর অধীনে অগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করেন। তাই, আই.টি. অ্যাক্টের ধারা ১৪ক বিধি ১০(২৩জি) অনুসারে, যে বিনিয়োগে ধারা ১০(২৩জি) এর অধীনে ছাড় পাওয়া যায়, সেই বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত আনুপাতিক সুদ, যা হিসাব অনুযায়ী ২৬ কোটি টাকা ছিল, তা অগ্রহণ করা হয়েছিল।

৫. করদাতার একটি আপিল দায়ের করেন, যা আংশিকভাবে ০৫.০৩.২০০৯ তারিখের আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। মূল্যায়নকারী আইটিএটি-র কাছে একটি আপিল দায়ের করেন। আইটিএটি বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে মূল্যায়নকারীর আপিলের অনুমতি দেয়, যা গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম আয়করের ডেপুটি কমিশনার, মুমাবি এবং অ্যানাদার, (২০১০) ৩২৮ আইটিআর ৮১ (বোম)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। আইটিএটি বলেছিল যে নিয়ম ৮ঘ কেবল সম্ভাব্য এবং বিবেচনাধীন বছরে নিয়ম ৮ঘ প্রযোজ্য ছিল না। আইটিএটি সিআইটি (এ)-এর আদেশটি বাতিল করে এবং নিয়ম ৮ঘ-র বিধানগুলি আহ্বান না করে মূল্যায়ন কর্মকর্তার ফাইলটিতে বিষয়টি পুনরুদ্ধার করে। আই. টি. এ. টি-র আদেশের বিরুদ্ধে রাজস্ব বিভাগ হাইকোর্টে একটি আপিল দায়ের করে। গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম আয়কর উপ-কমিশনার, মুম্বাই এবং আরেকজন (উপরোক্ত) -এর পূর্ববর্তী রায়ের পর হাইকোর্ট এই আপিল খারিজ করে দেয়, হাইকোর্টের রায়ে ক্ষুব্ধ আয়কর কমিশনার এই আপিল দায়ের করেন।

৬. আপিলে, একমাত্র প্রশ্ন, যা আমাদের বিবেচনার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে, তা হল প্রথম প্রশ্ন, যা হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল, যা নিম্নরূপঃ

"মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং আইনের দিক থেকে, মাননীয়া আই. টি. এ. টি-র এই ধারণার অধিকার আছে কি না যে ৮ঘ-র প্রয়োগযোগ্যতা শুধুমাত্র কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং মূল্যায়নধীন বছরের জন্য এটি 'প্রযোজ্য ছিল না?"

৭. সুতরাং, আপিলের এই ব্যাচে, একমাত্র যে প্রশ্নটি বিবেচনা ও উত্তর দিতে হবে তা হল আয়কর বিধিমালা ৮ঘ বিধিটি উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত হিসাবে কার্যকরী কিনা বা এটি কার্যকরীভাবে পূর্ববর্তী কিনা এবং রাজস্বের জন্য মনোনীত আইনজীবীর যুক্তি অনুসারে প্রশ্নযুক্ত মূল্যায়ন বছরেও প্রযোজ্য হবে।

৮. আমরা শুনেছি শ্রী যশঙ্ক আধিয়ারু, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী অরিজিৎ প্রসাদ, আবেদনকারীর আইনজীবী, শ্রী এস কে বাগারিয়া, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী অজয় ভোরা, প্রবীণ আইনজীবী এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের এই আপিলের ব্যাচে বিভিন্ন মূল্যায়নকারীদের পক্ষে শুনানি হয়েছে।

"জমা"

৯. আপিলকারী (রাজস্ব) বিভাগের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ এই মর্মে সওয়াল পেশ করেছেন যে, ধারা ১৪ক-এর বিধানগুলি যেহেতু ব্যাখ্যামূলক প্রকৃতির

এবং বিধি ৮ঘ হলো একটি পদ্ধতিগত বিধান যা শুধুমাত্র উপ-ধারা (২) এবং (৩) কার্যকর করার জন্য একটি পদ্ধতি সরবরাহ করে, তাই বিধি ৮ঘ প্রকৃতিগতভাবে পূর্ববর্তী । যে পদ্ধতিগত বিধানগুলি দ্বারা চার্জিং ধারাকে বাস্তবায়িত বা কার্যকর করা হবে, সেগুলিকে পূর্ববর্তী প্রভাব দিতে হবে, যা মূল চার্জিং বিধানের কার্যকারিতা মেয়াদের সাথে সহ-সমাপতনকারী হবে। চার্জিং ধারা অর্থাৎ ধারা ১৪ক যেহেতু নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী প্রকৃতির, তাই পদ্ধতিগত বিধান, অর্থাৎ বিধি ৮ঘ-কেও পূর্ববর্তী হতে হবে।

১০. রাজস্বের জন্য শিক্ষিত আইনজীবী এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, অর্থাৎ, কমিশনার অফ ওয়েলথ ট্যাক্স, মিরাট বনাম শ্রাবণ কুমার স্বরূপ এবং সন্স, (১৯৯৪) ৬ এসসিসি ৬২৩ আয়কর কমিশন ১, আহমেদাবাদ বনাম গোল্ড কয়েন হেলথ ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, (২০০৮) ৯ এসসিসি ৬২২ আয়কর কমিশন – III বনাম কলকাতা নিটওয়্যারস, লুধিয়ানা, (২০১৪) ৬ এসসিসি ৪৪৪।

১১. করদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস. কে. বাগারিয়া রাজস্ব বিভাগের জন্য অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার জমা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন যে, বিধি ৮ঘ-র বিধানগুলি শুধুমাত্র সম্ভাব্য প্রকৃতির। তিনি বলেন যে, যখন কোনও বিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা কোনও নতুন দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয় তখন তা পূর্ববর্তী হতে পারে না। তিনি বলেন যে বিধি ৮ঘ দ্বারা সন্নিবেশিত বিধানগুলি ব্যয় গণনার জন্য নতুন বিধান যা কোনওভাবেই পূর্ববর্তী হতে পারে না। তিনি জমা দেন যে বিধি ৮ঘ-কে ২০০৮ সালের পঞ্চম সংশোধনী বিধি দ্বারা ২য় দফা দ্বারা প্রযোজ্য করা হয়েছিল। "এগুলি সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে", তিনি জমা দেন যে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ তার ২৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে। ১৪ক ধারার উপ-ধারা (২) এবং (৩)-এর বিধানের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে উপরোক্ত বিধানগুলি মূল্যায়ন বছর ২০০৭-২০০৮ থেকে প্রযোজ্য হবে। অতএব, বিধি ৮ঘ, যা উপ-ধারা (২) এবং (৩)-এর প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, মূল্যায়ন বছরের আগের কোনও তারিখ থেকে কার্যকর হতে পারে না।

১২. মুল্যায়নকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী অজয় ভোহরা, সওয়াল পেশ করেছেন যে, আয়কর (চতুর্দশ সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৬) দ্বারা বিধি ৮ঘ ০২.০৬.২০১৬ থেকে সংশোধিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় গণনার একটি নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। যদি এই যুক্তি মেনে নেওয়া হয় যে বিধি ৮ঘ পূর্ববর্তী, তাহলে কোন বিধিটি কার্যকর থাকবে - যা ২৪.০৩.২০০৮ থেকে সন্নিবেশিত হয়েছে নাকি যা ০২.০৬.২০১৬ থেকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে?

০২.০৬.২০১৬ থেকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তা এই বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করে যে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় গণনার পদ্ধতিটি ভবিষ্যৎমুখী এবং ০২.০৬.২০১৬ থেকে এটি পরিবর্তিত হয়েছে, অন্য কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও সওয়াল পেশ করেন যে, অধস্তন আইন সাধারণত ভবিষ্যৎমুখী হয় এবং বিধি ৮ঘ যেহেতু অধস্তন আইন, তাই এর কোনো পূর্ববর্তী প্রভাব থাকতে পারে না। মুল্যায়নকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ এই আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছেন, যা বিশদভাবে জমা দেওয়ার সময় উল্লেখ করা হবে।

১৩. দেওয়ানি আপিলের মুল্যায়নকারীর পক্ষে (এসএলপি (সি) ১৬১৮৫/২০১৬ থেকে উদ্ভূত) উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী এস.এস.এইচ. রিজভি, সওয়াল পেশ করেছেন যে রাজস্ব বিভাগ আইটিএটি-এর সামনে আগেই সম্মত হয়েছে যে গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (উপরে উল্লিখিত) এর বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের আলোকে বিষয়টি মুল্যায়নকারীং অফিসারের কাছে নতুন সিদ্ধান্তের জন্য ফেরত পাঠানো হবে, তাই হাইকোর্টে আপিল করার কোনো এখতিয়ার তাদের ছিল না। তিনি সওয়াল পেশ করেন যে, হাইকোর্ট গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (উপরে উল্লিখিত) এর বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে রাজস্ব বিভাগের আপিল সঠিকভাবেই খারিজ করেছে, এই বিষয়টি লক্ষ্য করার পর যে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিশেষ ছুটির আবেদনে এই আদালত কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ পাস করেনি। শ্রী রিজভি সওয়াল পেশ করেছেন যে, হাইকোর্টে আপিলে অন্য কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, তাই রাজস্ব বিভাগ কোনো ভিত্তি ছাড়াই এই বিশেষ ছুটির আবেদন দাখিল করে এই আদালতে এসেছে।

<u>প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ বিধান</u>

১৪. আয়কর আইন, ১৯৬১ (এরপর থেকে "আইন" হিসাবে উল্লিখিত) এর ধারা ১৪ক উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধানাবলী কার্যকর করার জন্য বিধি ৮ঘ প্রণীত হয়েছে। বিধি ৮ঘ এর প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করার আগে ধারা ১৪ক দ্বারা বর্ণিত বিধিবদ্ধ পরিকল্পনাটি বোঝা দরকার। ধারা ১৪ক প্রথম অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা ০১.০৪.১৯৬২ থেকে পূর্ববর্তীভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। ধারা ১৪ক প্রাথমিকভাবে সন্নিবেশিত হওয়ার সময় নিম্নরূপ ছিল:

"১৪ক. মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়। – এই অধ্যায়ের অধীনে মোট আয় হিসাব করার উদ্দেশ্যে, মুল্যায়নকারী কর্তৃক এই আইনের অধীনে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় অনুমোদিত হবে না।"

১৫. ধারা ১৪ক যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিল তা ফিনান্স বিল, ২০০১ এর সাথে জারি করা ব্যাখ্যা স্মারকলিপিতে দেওয়া হয়েছিল, যা নিম্নরূপ:

"কিছু আয় মোট আয় গণনার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কারণ এগুলি আইনের বিভিন্ন বিধানের অধীনে করমুক্ত। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে এই ধরনের করমুক্ত আয়ের ক্ষেত্রে কাটাতি দাবি করা হয়েছে। এর ফলে বোঝায় যে, নির্দিষ্ট কিছু আয়ের শ্রেণীর উপর করছাড় আকারে যে কর প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে, তা করযোগ্য আয়ের বিপরীতে করমুক্ত আয় উপার্জনের জন্য ব্যয় করা অর্থ বাদ দিয়ে অ-করমুক্ত আয়ের উপর প্রদেয় কর কমাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি কর ব্যবস্থার মৌলিক নীতির পরিপন্থী, যেখানে শুধুমাত্র নিট আয়, অর্থাৎ মোট আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে প্রাপ্ত আয়, করযোগ্য হয়। একই যুক্তিতে, করমুক্তির ক্ষেত্রেও নিট আয়ের উপরই প্রযোজ্য হয়। ব্যয় শুধুমাত্র সেই পরিমাণ পর্যন্ত অনুমোদন করা যেতে পারে, যে পরিমাণ করযোগ্য আয় উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত। একটি নতুন ধারা ১৪ক সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে আয়কর আইন, ১৯৬১ এর শুরু থেকেই আইনসভার অভিপ্রায় স্পষ্ট করা যায় যে, মুল্যায়নকারী কর্তৃক মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যয়ের জন্য কোনো কাটাতি অনুমোদিত হবে না। প্রস্তাবিত সংশোধনী ০১লা এপ্রিল, ১৯৬২ থেকে পূর্ববর্তীভাবে কার্যকর হবে এবং তদনুসারে, ১৯৬২-১৯৬৩ মূল্যায়ন বছর এবং পরবর্তী মূল্যায়ন বছরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

১৬. ধারা ১৪ক, যা ০১.০৪.১৯৬২ থেকে পূর্ববর্তীভাবে কার্যকর ছিল, মুল্যায়নকারী অফিসাররা মূল্যায়ন পুনরায় শুরু করার জন্য এটি ব্যবহার করছিলেন। এরপর কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড পরিচালক ট্যাক্সেস ২০০১ সালের ২৩.০৭ তারিখের সার্কুলার নং ১১ এর মাধ্যমে একটি স্পষ্টীকরণ নিয়ে আসে। সার্কুলারের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল:

"বোর্ড বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং এতদ্বারা নির্দেশ দিচ্ছে যে, যে সকল মূল্যায়নের কার্যধারা ২০০১ সালের ১লা এপ্রিলের আগে চূড়ান্ত হয়ে গেছে, সেগুলিকে আইনের নতুন সন্নিবেশিত ধারা ১৪ক এর বিধান প্রয়োগ করে করমুক্ত আয় উপার্জনের জন্য ব্যয় অগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আইনের ১৪৭ ধারার অধীনে পুনরায় শুরু করা যাবে না।"

১৭. অর্থ আইন, ২০০২ দ্বারা, ধারা ১৪ক-তে একটি প্রোভিসো (শর্ত) আকারে একটি বিধিবদ্ধ বিধানও সন্নিবেশ করা হয়েছিল। সার্কুলার দ্বারা যা স্পষ্ট করা হয়েছিল, তা প্রোভিসোতে নিম্নরূপভাবে বিধিবদ্ধভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

"তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই মুল্যায়নকারীং অফিসারকে ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল বা তার আগে শুরু হওয়া যেকোনো মূল্যায়ন বছরের জন্য ধারা ১৪৭ এর অধীনে পুনঃমূল্যায়ন করতে বা মূল্যায়ন বৃদ্ধি করতে অথবা ইতিমধ্যে প্রদত্ত ফেরত কমাতে বা অন্যথায় ধারা ১৫৪ এর অধীনে মুল্যায়নকারীর দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে ক্ষমতা দেবে না।"

১৮. অর্থ আইন, ২০০৬ দ্বারা, ধারা ১৪ক কে উপ-ধারা (১) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং উপ-ধারা (১) এর পরে উপ-ধারা (২) এবং (৩) ০১.০৪.২০০৭ থেকে নিম্নরূপভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল:

"(২) যদি মুল্যায়নকারীং অফিসার, মুল্যায়নকারীর হিসাব বিবেচনা করে, এই আইনের অধীনে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের দাবির সঠিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এই ধরনের আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সেই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেখানে একজন মুল্যায়নকারী দাবি করেন যে এই আইনের অধীনে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যয় তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি।"

১৯. ফিনান্স বিল, ২০০৬-এর বিধানগুলি ব্যাখ্যা করে স্মারকলিপিতে করমুক্ত আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল:

"উক্ত ধারার বিদ্যমান বিধানাবলী অনুযায়ী, মোট আয় গণনার উদ্দেশ্যে, আয়কর আইন-এর অধীনে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত মুল্যায়নকারী কর্তৃক সংঘটিত ব্যয়ের জন্য কোনো কাটাতি অনুমোদিত হবে না।

উক্ত ধারাটিকে উপ-ধারা (১) হিসাবে চিহ্নিত করার এবং একটি নতুন উপ-ধারা (২) সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে বিধান করা যায় যে যদি মুল্যায়নকারীং অফিসার, মুল্যায়নকারীর হিসাব বিবেচনা করে, মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের দাবির সঠিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড পরিচালক ট্যাক্সেস কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এই ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

এছাড়াও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সেই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেখানে একজন মুল্যায়নকারী দাবি করেন যে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যয় তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। এই সংশোধনী ২০০৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এবং সেই অনুযায়ী মূল্যায়ন বছর ২০০৭-০৮ এবং পরবর্তী বছরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

২০. অর্থ আইন, ২০০৬ দ্বারা ধারা ১৪ক-তে পরিবর্তনের পর, ২৮.১২.২০০৬ তারিখে সার্কুলার নং ১৪/২০০৬ জারি করা হয়েছিল, যার ১১ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল:

"১১.১ আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ১৪ক বিধান করে যে, উক্ত আইনের অধ্যায়-IV এর অধীনে মোট আয় গণনার উদ্দেশ্যে, মুল্যায়নকারী কর্তৃক যে আয়ের অংশ মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেই আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের জন্য কোনো ছাড় অনুমোদিত হবে না। তবে, ধারা ১৪ক-এর বিদ্যমান বিধানগুলিতে, যে আয় মোট আয়ের অংশ নয়, সেই আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের হিসাব করার কোনো পদ্ধতি প্রদান করা হয়নি। ফলস্বরূপ, এই ধরনের ব্যয় নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে করদাতা এবং বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে।

১১.২ উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, ধারা ১৪ক-তে একটি নতুন উপ-ধারা (২) সন্নিবেশ করা হয়েছে, যাতে বিধান করা হয় যে মুল্যায়নকারীং অফিসারের জন্য এমন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক হবে যা মোট আয়ের অংশ নয়, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে। তবে, মুল্যায়নকারীং অফিসার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন যদি মুল্যায়নকারীর হিসাব বিবেচনা করে, তিনি সেই ব্যয়ের দাবির সঠিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট না হন, যা মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত। উপ-ধারা (২) এর বিধান সেই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেখানে একজন মুল্যায়নকারী দাবি করেন যে মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যয় তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি।"

১১.৩ **প্রযোজ্যতা** - মূল্যায়ন বছর ২০০৭-০৮ এবং তারপর থেকে।

২১. আয়কর বিধিমালা, ১৯৬২, ২৪.০৩.২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে বিধি ৮ঘ নিম্নরূপভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল:

মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি।

৮ঘ (১) যেখানে মুল্যায়নকারীং অফিসার, পূর্ববর্তী বছরের মুল্যায়নকারীর হিসাব বিবেচনা করে, নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট নন –

(ক) মুল্যায়নকারী কর্তৃক করা ব্যয়ের দাবির সঠিকতা; অথবা

(খ) মুল্যায়নকারী কর্তৃক করা দাবি যে কোনো ব্যয় হয়নি

আইনের অধীনে উক্ত পূর্ববর্তী বছরের মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত, তিনি উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে এই ধরনের আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

(২) মোট আয়ের অংশ নয় এমন আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় নিম্নলিখিত পরিমাণগুলির সমষ্টি হবে, যথা:—

(i) যে ব্যয় সরাসরি আয়ের সাথে সম্পর্কিত যা মোট আয়ের অংশ নয়;

(ii) এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে মুল্যায়নকারী পূর্ববর্তী বছরে সুদের মাধ্যমে ব্যয় করেছেন যা কোনো নির্দিষ্ট আয় বা প্রাপ্তির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে গণনা করা একটি পরিমাণ, যথা:—

এ এক্স (বি / সি)

যেখানে এ = পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ, ধারা (i) এ অন্তর্ভুক্ত সুদের পরিমাণ ব্যতীত;

বি = বিনিয়োগের মূল্যের গড়, যে আয় থেকে মোট আয়ের অংশ হবে না বা হবে না, যা মুল্যায়নকারীর ব্যালেন্স শীটে পূর্ববর্তী বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিনে প্রদর্শিত হয়;

সি= মুল্যায়নকারীর ব্যালেন্স শীটে প্রদর্শিত মোট সম্পদের গড়, যা পূর্ববর্তী বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিনে ছিল;

(iii) বিনিয়োগের মূল্যের গড়ের অর্ধেক শতাংশের সমান একটি পরিমাণ, যে আয় থেকে মোট আয়ের অংশ হবে না বা হবে না, যা মুল্যায়নকারীর ব্যালেন্স শীটে পূর্ববর্তী বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিনে প্রদর্শিত হয়।"

৩. এই নিয়মের উদ্দেশ্যে, 'মোট সম্পদ' বলতে ব্যালেন্স শীটে প্রদর্শিত মোট সম্পদকে বোঝাবে, যা সম্পদের পুনর্মূল্যায়নের কারণে বৃদ্ধি বাদ দিয়ে কিন্তু সম্পদের পুনর্মূল্যায়নের কারণে হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করে।"

২২. ধারা ১৪ক এবং বিধি ৮ঘ-এর আইনি পরিকল্পনা উল্লেখ করার পর, এখন আমরা আলোচ্য প্রশ্নে পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করব।

বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি

২৩. আইনসভার তাদের নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে; এটি ভবিষ্যৎমুখী এবং পূর্ববর্তী উভয়ভাবেই আইন প্রণয়ন করতে পারে। এটি বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, প্রতিটি আইন প্রাথমিকভাবে ভবিষ্যৎমুখী, যদি না এটি স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া হয়। আইনি নীতিবাক্য "নোভা কন্সটিটিউটিও ফুতুরিস ফর্মাম ইম্পোনিয়ার ডেবেট নন প্র্যাটেরিটিস", অর্থাৎ 'একটি নতুন আইন যা ঘটবে তা নিয়ন্ত্রণ করবে, অতীতকে নয়', একটি আইনের ভবিষ্যৎমুখিতার অনুমানের নীতি ধারণ করে।

২৪. বিচারপতি জি.পি. সিং তার "প্রিন্সিপালস অফ স্ট্যাটিউটরি ইন্টারপ্রিটেশন" (১৪তম সংস্করণ, অধ্যায় ৬) গ্রন্থে, আর্থিক আইনের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করার সময়, বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলি নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"দায়িত্ব আরোপকারী আর্থিক আইন সাধারণত এই সাধারণ অনুমানের দ্বারা পরিচালিত হয় যে এটি পূর্ববর্তী নয় এবং কর আইনের একটি মৌলিক নীতি হলো যে, প্রযোজ্য আইনটি মূল্যায়ন বছরে কার্যকর থাকতে হবে, যদি না স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে অন্যথা বিধান করা হয়। উপরের নিয়মটি চার্জিং ধারা এবং অন্যান্য সারবত্তামূলক বিধানগুলির (যেমন জরিমানা আরোপকারী বিধান) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং একটি কর আইনের পদ্ধতিগত বা প্রক্রিয়াগত বিধানগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেগুলি সাধারণত পূর্ববর্তী এবং বিচারাধীন প্রক্রিয়াগুলিতেও প্রযোজ্য।

কিন্তু একটি পদ্ধতিগত বিধান, যথাসম্ভব, এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে না যাতে কর মূল্যায়নের চূড়ান্ততাকে প্রভাবিত করে বা এমন দায়বদ্ধতাকে উন্মোচন করে যা ইতোমধ্যেই বারিত হয়ে গেছে। মূল্যায়ন একটি অর্জিত অধিকার তৈরি করে এবং একজন মুল্যায়নকারীকে পুনঃমূল্যায়ন করা যাবে না যদি না সেই প্রভাবের জন্য একটি বিধান সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয় যা হয় স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হয়। একটি বিধান যা শর্তানুযায়ী পূর্ববর্তী এবং সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে বারিত হয়ে যাওয়া দায়বদ্ধতাকে উন্মোচন করার প্রভাব ফেলে, তা কঠোর ব্যাখ্যার নিয়মের অধীন হবে। একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত অনুপস্থিতিতে, এই ধরনের একটি আইনকে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হওয়ার চেয়ে বেশি পূর্ববর্তীতা দেওয়া হবে না; এটি আয়কর কর্তৃপক্ষকে এমন কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করা হবে না যা, নতুন আইন কার্যকর হওয়ার আগে, তৎকালীন প্রদত্ত সময়সীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে বারিত হয়ে গিয়েছিল। তবে, দ্ব্যর্থহীন ভাষাকে কার্যকর করতে হবে, এমনকি যদি এর ফলে এমন মূল্যায়ন পুনরায় শুরু হয় যা পূর্বে তাদের পুনরায় খোলার জন্য প্রদত্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি কর সংক্রান্ত আইনকে পূর্ববর্তীতা দেওয়ার জন্য আইনসভার অভিপ্রায় প্রকাশের কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই....."

২৫. এই আদালতের একটি তিন বিচারকের বেঞ্চ ১৯৭৬ (১) এসসিসি ৯০৬, গোবিন্দ দাস এবং অন্যান্য বনাম ইনকাম ট্যাক্স অফিসার এবং অন্য একটি মামলায়, ব্যাখ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী উল্লেখ করে ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দিয়েছিল:

"১১. এখন এটি ব্যাখ্যার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম যা সময় দ্বারা পবিত্র এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা স্বীকৃত যে, যদি না একটি বিধির শর্তাবলী স্পষ্টভাবে তা প্রদান করে বা অনিবার্যভাবে দাবি করে, তবে কোনো বিধিতে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া উচিত নয় যাতে একটি বিদ্যমান অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অথবা একটি নতুন বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয় বা একটি নতুন দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয়, পদ্ধতিগত বিষয়গুলি ছাড়া। হ্যালসবারি কর্তৃক 'লজ অফ ইংল্যান্ড' (৩য় সংস্করণ) এর ৩৬তম খণ্ডে বর্ণিত এবং এই আদালত এবং ইংরেজি আদালতগুলির একাধিক সিদ্ধান্তে পুনরাবৃত্ত সাধারণ নিয়মটি হলো যে,

"সমস্ত বিধি, যা শুধুমাত্র ঘোষণামূলক বা যা শুধুমাত্র পদ্ধতিগত বিষয় বা প্রমাণের সাথে সম্পর্কিত নয়, সেগুলি প্রাথমিকভাবে ভবিষ্যৎমুখী।"

এবং একটি বিধিতে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া উচিত নয় যাতে একটি বিদ্যমান অধিকারকে প্রভাবিত, পরিবর্তন বা ধ্বংস করা হয় অথবা

একটি নতুন দায়বদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়, যদি না সেই প্রভাবটি আইনের ভাষার প্রতি সহিংসতা না করে এড়ানো যায়। যদি আইন এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় যা উভয় ব্যাখ্যার জন্যই ন্যায্যভাবে সক্ষম, তবে এটিকে শুধুমাত্র ভবিষ্যৎমুখী হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। যদি আমরা ব্যাখ্যার এই নীতিটি প্রয়োগ করি, তবে এটি স্পষ্ট যে ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (৬) শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যেখানে একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মূল্যায়ন নতুন আইনের ধারা ১৪৩ বা ধারা ১৪৪ এর অধীনে সম্পন্ন হয়। এটি এমন কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না যেখানে একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মূল্যায়ন পুরোনো আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানগুলির অধীনে সম্পন্ন হয়। এই ধরনের একটি মামলা পুরোনো আইনের ধারা ২৫-এ দ্বারা পরিচালিত হবে, যা আংশিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সদস্যদের উপর কোনো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা আরোপ করে না, এবং ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (৬) কে এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করলে সদস্যদের উপর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার পরিণতিস্বরূপ যে দায়বদ্ধতা ধারা ২৫-এ এর অধীনে ছিল না, তা ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (৬) কে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেবে, যা সেই বিধানের স্পষ্ট ভাষা বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারাও অনুমোদিত নয়। ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (৬) কে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণ কার্যকর করা যেতে পারে যেখানে একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মূল্যায়ন নতুন আইনের ধারা ১৪৩ বা ধারা ১৪৪ এর অধীনে করা হয়। অতএব, যে ব্যাখ্যার নিয়ম একটি আইনকে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা অস্বীকার করে যার নতুন বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতা তৈরি বা আরোপ করার প্রভাব রয়েছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (৬) কে এমন একটি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না যেখানে একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মূল্যায়ন পুরোনো আইনের বিধানাবলীর অধীনে করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৬-৫৭ মূল্যায়ন বছরগুলির জন্য হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের মূল্যায়ন পুরোনো আইনের বিধানাবলী অনুসারে সম্পন্ন হয়েছিল, যার মধ্যে ধারা ২৫-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ইনকাম ট্যাক্স অফিসার সেই কারণে নতুন আইনের ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (৬) উপ-ধারা (৭) এর সাথে পঠিত হয়ে, যৌথ পরিবারের কোনো সদস্য সহ আবেদনকারীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কর বা তার কোনো অংশ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিধানটি ব্যবহার করার অধিকারী ছিলেন না।

২৬. এই আদালতের একটি সংবিধান বেঞ্চ, যার মাধ্যমে আমাদের একজন, ড. বিচারপতি এ.কে. সিকরি, দি আয়কর কমিশন (সেন্ট্রাল – ১ নিউ দিল্লী) বনাম বাটিকা টাউনশিপ প্রা. লিমিটেড, ২০১৫ (১) এসসিসি ১ মামলায়, আয়কর আইনের ধারা ১১৩-তে ০১.০৬.২০০২ থেকে সন্নিবেশিত প্রোভিসোটি ভবিষ্যৎমুখী নাকি ব্যাখ্যামূলক/পূর্ববর্তী তা বিবেচনা করার সময়, পূর্ববর্তিতা সংক্রান্ত সাধারণ নীতিগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। সংবিধান বেঞ্চ ২৮, ২৯ এবং ৩৩ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল:

"২৮. আইন কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তার নির্দেশক বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হলো যে, যদি বিপরীত কোনো অভিপ্রায় প্রকাশ না পায়, তবে ধরে নেওয়া হয় যে একটি আইনের পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়ার উদ্দেশ্য নেই। এই নিয়মের পেছনের ধারণা হলো যে বর্তমান আইন বর্তমান কার্যকলাপগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আজ পাস হওয়া আইন অতীতের ঘটনাগুলিতে প্রযোজ্য হতে পারে না। যদি আমরা আজ কিছু করি, তবে তা আজকের এবং কার্যকর আইনকে মাথায় রেখেই করি, আগামীকালের পূর্ববর্তী সমন্বয়কে নয়। আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি মানুষ বিদ্যমান আইনের উপর নির্ভর করে তার কাজকর্মের ব্যবস্থা করার অধিকারী এবং তার পরিকল্পনাগুলি পূর্ববর্তীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তা দেখতে পাওয়া উচিত নয়। আইনের এই নীতিটি লেক্স প্রসপিসিট নন রেসপিসিট নামে পরিচিত: আইন ভবিষ্যতের দিকে তাকায়, অতীতের দিকে নয়। যেমন ফিলিপস বনাম আইরে৬ মামলায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, একটি পূর্ববর্তী আইন সাধারণ নীতির পরিপন্থী যে, আইন দ্বারা মানবজাতির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে যখন ভবিষ্যতের কাজগুলি মোকাবেলা করার জন্য প্রথমবার প্রবর্তন করা হয়, তখন বিদ্যমান আইনের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত অতীতের লেনদেনের চরিত্র পরিবর্তন করা উচিত নয়।

২৯. পূর্ববর্তিতার বিরুদ্ধে নীতির সুস্পষ্ট ভিত্তি হলো "ন্যায্যতা" নীতি, যা প্রতিটি আইনি নিয়মের ভিত্তি হওয়া উচিত, যেমনটি এল'অফিস শেরিফিন ডেস ফসফেটস বনাম ইয়ামাশিতা-শিন্নিহোন স্টিমশিপ কোং লিমিটেড৭ মামলায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। সুতরাং, যে আইনগুলি অর্জিত অধিকারগুলিকে পরিবর্তন করে বা যা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বা নতুন কর্তব্য আরোপ করে বা একটি নতুন অক্ষমতা যুক্ত করে, সেগুলিকে ভবিষ্যৎমুখী হিসাবে গণ্য করতে হবে, যদি না আইনসভার অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে আইনটিকে পূর্ববর্তী প্রভাব দিতে হয়; যদি না আইনটি পূর্ববর্তী আইনের একটি সুস্পষ্ট ত্রুটি পূরণ করার উদ্দেশ্যে হয় বা পূর্ববর্তী আইনকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে হয়।

বিষয়টির ওপর অসংখ্য মামলার রায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ উপরোক্ত আইনি অবস্থান বিভিন্ন রায় থেকে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে এবং এই আইনি অবস্থান উভয় পক্ষের আইনজীবীরাই স্বীকার করেছেন। যাই হোক, আমরা কিছু রায়, যেখানে এই মূলনীতিগুলি রয়েছে, সেগুলোর কথা একটু পরে উল্লেখ করব।

৩৩. এই আদালতের একটি সংবিধান বেঞ্চ কেশবলাল জেঠালা শাহ বনাম মোহনলাল ভগবানদাস মামলায়, গুজরাট আইন ১৯৬৫-এর ১৮ ধারা দ্বারা সংশোধিত বোম্বে রেন্টস, হোটেল এবং লজিং হাউস রেটস কন্ট্রোল অ্যাক্ট-এর ধারা ২৯(২) এর সংশোধনের প্রকৃতি বিবেচনা করার সময় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছিল: (এআইআর পৃ. ১৩৩৯, অনুচ্ছেদ ৮)

"৮. ...সংশোধনী ধারাটি কোনো পূর্ব-বিদ্যমান আইনকে ব্যাখ্যা করতে চায় না যা অস্পষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। হাইকোর্টের রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য একটি পিটিশন গ্রহণ করার ক্ষমতা সংশোধনের আগে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং আইনসভা সংশোধনী আইন দ্বারা সেই বিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি। একটি ব্যাখ্যামূলক আইন সাধারণত একটি সুস্পষ্ট বাদ পড়া বিষয় পূরণ করতে বা পূর্ববর্তী আইনের অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে পাস করা হয়।"

২৭. একটি দুই বিচারকের বেঞ্চ, যার মাধ্যমে আমাদের একজন, ড. বিচারপতি এ. কে. সিকরি, জয়ম এবং কোম্পানি বনাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং অন্যান্যরা., (২০১৬) ১৫ এসসিসি ১২৫ মামলায়, একটি পূর্ববর্তী আইন পরীক্ষা করার সময় ১৪ এবং ১৮ অনুচ্ছেদে আবারও বিস্তৃত আইনি নীতিগুলি পুনরাবৃত্তি করেছেন, যা নিম্নরূপ:

"১৪. এর সাথে, আমরা পূর্ববর্তিতার প্রশ্নে আসি। নিঃসন্দেহে, যখন আর্থিক আইনের কথা আসে, তখন আইনসভার বিধানগুলিকে পূর্ববর্তী করার ক্ষমতা রয়েছে। আর.সি. টোব্যাকো (পি) লি. বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায়, এই আদালত একটি পূর্ববর্তী আইন পরীক্ষা করার সময় নিম্নলিখিত উপায়ে বিস্তৃত আইনি নীতিগুলি বর্ণনা করেছে: (এসসিসি পৃ. ৭৩৭-৩৮ ও ৭৪০, অনুচ্ছেদ ২১-২২ ও ২৮)

"(i) একটি আইনকে শুধুমাত্র পূর্ববর্তীভাবে কার্যকর হওয়ার কারণে অযৌক্তিক বলা যাবে না;

(ii) অযৌক্তিকতা অন্য কিছু অতিরিক্ত কারণের মধ্যে নিহিত থাকতে হবে;

(iii) একটি আর্থিক আইনের পূর্ববর্তী কার্যকারিতা সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হওয়ার আগে সেটিকে অত্যধিক পীড়াদায়ক এবং বাজেয়াপ্তকরণমূলক বলে প্রমাণিত হতে হবে;

(iv) যেখানে কর সংক্রান্ত আইন স্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক বা কর নির্ধারণ ও ধার্য করার জন্য কোনও পদ্ধতিগত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে না বা যা বাজেয়াপ্তযোগ্য, আদালতগুলি বিতর্কিত আইনটিকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে;

(v) অন্যান্য কারণগুলি হল অতীতের সময়কাল এবং বিগত সময়ের জন্য আরোপিত অপ্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত আর্থিক বোঝাঃ

(vi) সময়ের দৈর্ঘ্য নিজে থেকে অতীতদর্শনকে প্রভাবিত করার জন্য নির্ণায়ক নয়। "(জেয়ম এবং কো. মামলা ১ , এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড অণুচ্ছেদ ৮৫)

১৮. আর্থিক আইনগুলির পূর্ববর্তী কার্যকারিতার সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি এই আদালত কর্তৃক সিআইটি বনাম ভাটিকা টাউনশিপ (পি) লি.এর একটি সংবিধান বেঞ্চের রায়ে নিম্নলিখিত উপায়ে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল: (এসসিসি পৃ. ২৪, অনুচ্ছেদ ৩৩-৩৫)

"৩৩. এই আদালতের একটি সংবিধান বেঞ্চ কেশবলাল জেঠালা শাহ বনাম মোহনলাল ভগবানদাস মামলায়, গুজরাট আইন ৬৫-এর ১৮ ধারা দ্বারা সংশোধিত বোম্বে রেন্টস, হোটেল এবং লজিং হাউস রেটস কন্ট্রোল আইনের ধারা ২৯(২) এর সংশোধনের প্রকৃতি বিবেচনা করার সময় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছিল: (এআইআর পৃ. ১৩৩৯, অনুচ্ছেদ ৮)

'৮. ... সংশোধনী ধারাটি কোনো পূর্ব-বিদ্যমান আইনকে ব্যাখ্যা করতে চায় না যা অস্পষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। হাইকোর্টের রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য একটি পিটিশন গ্রহণ করার ক্ষমতা সংশোধনের আগে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং আইনসভা সংশোধনী আইন দ্বারা সেই বিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি। একটি ব্যাখ্যামূলক আইন সাধারণত একটি সুস্পষ্ট বাদ পড়া বিষয় পূরণ করতে বা পূর্ববর্তী আইনের অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে পাস করা হয়।'

৩৪. এটি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক হবে যে মূল্যায়ন একটি অর্জিত অধিকার তৈরি করে এবং একজন মুল্যায়নকারীকে পুনঃমূল্যায়ন করা যাবে না যদি না সেই প্রভাবের জন্য একটি বিধান সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশ করা হয় যা হয় স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হয়। (দেখুন সিইডি বনাম এম.এ. মার্চেন্ট)

৩৫. আমরা গোবিন্দ দাস বনাম আইটিও মামলায় এই আদালত কর্তৃক করা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিও এখানে তুলে ধরতে চাই:

আয়কর আইনের ধারা ১৭১(৬) কে ভবিষ্যৎমুখী এবং ০১-০৪-১৯৬২ এর পূর্বের কোনো মূল্যায়ন বছরের জন্য অপ্রযোজ্য ঘোষণা করার সময়, যে তারিখে আয়কর আইন কার্যকর হয়েছিল: (এসসিসি পৃ. ৯১৪, অনুচ্ছেদ ১১)

'১১. এখন এটি ব্যাখ্যার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম যা সময় দ্বারা পবিত্র এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা স্বীকৃত যে, যদি না একটি বিধির শর্তাবলী স্পষ্টভাবে তা প্রদান করে বা অনিবার্যভাবে দাবি করে, তবে কোনো বিধিতে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া উচিত নয় যাতে একটি বিদ্যমান অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অথবা একটি নতুন বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয় বা একটি নতুন দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয়, পদ্ধতিগত বিষয়গুলি ছাড়া। হ্যালসবারি কর্তৃক 'লজ অফ ইংল্যান্ড' (৩য় সংস্করণ) এর ৩৬তম খণ্ডে বর্ণিত এবং এই আদালত ও ইংরেজি আদালতগুলির একাধিক সিদ্ধান্তে পুনরাবৃত্ত সাধারণ নিয়মটি হলো যে,

"সমস্ত বিধি, যা শুধুমাত্র ঘোষণামূলক বা যা শুধুমাত্র পদ্ধতিগত বা প্রমাণের সাথে সম্পর্কিত নয়, সেগুলি প্রাথমিকভাবে ভবিষ্যৎমুখী এবং কোনো বিধিতে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা দেওয়া উচিত নয় যাতে একটি বিদ্যমান অধিকারকে প্রভাবিত, পরিবর্তন বা ধ্বংস করা হয় অথবা একটি নতুন দায়বদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়, যদি না সেই প্রভাবটি আইনের ভাষার প্রতি সহিংসতা না করে এড়ানো যায়। যদি আইন এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় যা উভয় ব্যাখ্যার জন্যই ন্যায্যভাবে সক্ষম, তবে এটিকে শুধুমাত্র ভবিষ্যৎমুখী হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।"

২৮. ২০০৬ সালের অর্থ আইন দ্বারা ধারা ১৪ক-তে উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশ করা হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত ফিনান্স বিল, ২০০৬-এর বিধান ব্যাখ্যা করে স্মারকলিপিতে করমুক্ত আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় বণ্টনের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০৬ সালের ফিনান্স বিল দ্বারা আনা সংশোধনীগুলি ০১.০৪.২০০৭ থেকে কার্যকর হবে। স্মারকলিপির শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল নিম্নরূপ:

"এই সংশোধনী ০১.০৪.২০০৭ থেকে কার্যকর হবে এবং তদনুসারে, ২০০৭-০৮ মূল্যায়ন বছর এবং পরবর্তী বছরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

২৯. এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চ আয়কর কমিশন এবং অন্যান্যরা বনাম বাটিকা টাউনশিপ প্রা. লি. (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, আইনি প্রকল্পের প্রকৃতি (উন্মোচন) করার জন্য ফিনান্স বিলের সাথে সংযুক্ত ধারাগুলির নোট বিবেচনা করেছে। ৪২.১ অনুচ্ছেদে, সংবিধান বেঞ্চ নিম্নরূপ উল্লেখ করেছে:

*"৪২.১ অর্থ বিল, ২০০২-এ সংযুক্ত" "ধারা সংক্রান্ত নোটে" "প্রবিধান সন্নিবেশের প্রস্তাব করার সময় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে" "এই সংশোধনীটি ১-৬-২০০২ থেকে কার্যকর হবে।" "এই শব্দগুলি এপিগ্রাফিক টিএম * হয়ে যায়, যখন অন্যান্য সংশোধনীগুলির সাথে বৈপরীত্য দেখা যায় যা বিশেষত আইনসভার স্পষ্ট অভিপ্রায়কে স্পষ্ট বা পূর্ববর্তী হিসাবে বর্ণনা করে। একই নোট থেকে দেখা যায় যে একই অর্থ আইন দ্বারা আয়কর আইনের আরও কয়েকটি সংশোধনী করা হয়েছিল যা বিশেষত সেই সংশোধনীগুলিকে পূর্ববর্তী করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, ধারা ৪০ ধারা ৯২-চ সংশোধন করতে চায়।"* ধারা ৯২-চ-এর ধারা (iii-ক) সংশোধন করা হয়েছে "যাতে স্পষ্ট করা যায় যে উক্ত ধারায় উল্লিখিত ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি চুক্তি অনুসরণে যে কোনও কাজ সম্পাদন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে" (জোর দেওয়া হয়েছে)। এই সংশোধনীটি ১-৪-২০০২ থেকে পূর্ববর্তীভাবে কার্যকর হয়। অন্যান্য বিভিন্ন সংশোধনীও পূর্ববর্তীভাবে ঘটে। ধারাগুলির নোটগুলি দেখায় যে আইনসভা তিনটি ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনঃ

(i) একটি নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কার্যকর সম্ভাব্য সংশোধনী;

(ii) একটি নির্দিষ্ট পূর্ববর্তী তারিখ থেকে কার্যকর পূর্ববর্তী সংশোধনী; এবং

(iii) সুস্পষ্ট সংশোধনী যা পূর্ববর্তী প্রকৃতির।

৩০. ধারা ১৪ক-র উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩), বিধি ৮ঘ-র বিধিবদ্ধ বিধানগুলি কীভাবে আয়কর বিভাগ নিজেই বুঝতে পেরেছে সে সম্পর্কেও জানা প্রাসঙ্গিক। অর্থ বিল, ২০০৬ দ্বারা ধারা ১৪ক-তে উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশ করার পরে, বিভাগ দ্বারা ২৮.১২.২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যেখানে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ ১১.৩ উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

"১১.৩. প্রয়োগযোগ্যতা-মূল্যায়ন বছর ২০০৭-২০০৮ থেকে।"

৩১. মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি প্রথম বারের মতো বিধি ৮ঘ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, যা ধারা ১৪ক উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) তে উল্লিখিত ছিল। এটিও লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে, আয়কর কমিশন বনাম বাটিকা টাউনশিপ প্রাইভেট লিমিটেড মামলায়

সংবিধান বেঞ্চ সিবিডিটি সার্কুলারটি উল্লেখ এবং তার উপর নির্ভর করেছিল, যাতে উপরোক্ত মামলার বিতর্কিত বিধানের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড পরিচালক ট্যাক্সের নিজস্ব বোঝাপড়া নির্ণয় করা যায়।

৩২. ২০০৬ সালের ফিনান্স বিলের সাথে জারি করা ব্যাখ্যা স্মারকলিপি এবং ২৮.১২.২০০৬ তারিখের সিবিডিটি সার্কুলার স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বিভাগ বুঝেছিল উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) মূল্যায়ন বছর ২০০৭-২০০৮ থেকে কার্যকর হবে। পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধি ৮ঘ ২৪.০৩.২০০৮ থেকে আইনগতভাবে কার্যকর করা হয়েছিল উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) কে মূল্যায়ন বছর ২০০৮-২০০৯ থেকে কার্যকর করার জন্য, যা এই সত্যের স্পষ্ট সূচক যে ব্যয় গণনার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি বিধি দ্বারা আনা হয়েছিল, যা ২০০৮-২০০৯ মূল্যায়ন বছর এবং তার পরবর্তী বছরগুলির জন্য ব্যয় গণনার জন্য ব্যবহার করা হবে।

৩৩. যখন অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা ধারা ১৪ক ০১.০৪.১৯৬২ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাব সহ সন্নিবেশ করা হয়েছিল, তখন অর্থ আইন, ২০০৬ দ্বারা ধারা ১৪ক-তে উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশ করা হয়েছিল ০১.০৪.২০০৬ থেকে কার্যকর হওয়ার জন্য, যা অর্থ আইন, ২০০৬ এর ধারা ১(২)-এ উল্লেখ করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ:

"১(২) এই আইনে অন্যথা বিধান না থাকলে, ধারা ২ থেকে ৫৭ ২০০৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।"

বিধি ৮ঘ ২৪.০৩.২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। বিধি ১ উপ-বিধি (২) নিম্নরূপ বিধান করে:

"১. (১) এই বিধিগুলিকে আয়কর (পঞ্চম সংশোধনী) বিধিমালা, ২০০৮ বলা যেতে পারে।

(২). এগুলি সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।"

তবে, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে বিধিবদ্ধ বিধানগুলির শুধুমাত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না যে আইনটি প্রকৃতিগতভাবে ভবিষ্যৎমুখী। আইনি পরিকল্পনা এবং আইনের প্রকৃতি, প্রভাব ও পরিণতি খুঁজে বের করার জন্য আইনের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু দেখতে হবে।

৩৪. রাজস্ব বিভাগের আইনজীবী কর্তৃক সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া যুক্তিটি হলো যে, আইনের ধারা ১৪ক যেহেতু ব্যাখ্যামূলক প্রকৃতির এবং পূর্ববর্তী কার্যকারিতা সম্পন্ন, তাই বিধি ৮ঘ, যা একটি পদ্ধতিগত বিধান, সেটিকেও পূর্ববর্তী বলে গণ্য করতে হবে যাতে পদ্ধতিগত বিধানগুলি কার্যকর হতে পারে।

৩৫. উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের অর্থ আইন দ্বারা ধারা ১৪ক সন্নিবেশিত হয়েছিল এবং ব্যয়ের হিসাব করার জন্য কোনো রকম পদ্ধতি প্রদান করা না হলেও বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর ছিল। যদিও ধারা ১৪ক ০১.০৪.১৯৬২ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল, কিন্তু ২০০২ সালের অর্থ আইন দ্বারা অবিলম্বে একটি শর্ত সন্নিবেশ করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে ধারা ১৪ক মুল্যায়নকারীং অফিসারকে ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১৪৭ এর অধীনে পুনঃমূল্যায়ন করার বা ইতিমধ্যে করা মূল্যায়ন বৃদ্ধি বা ফেরত কমানোর বা অন্যথায় ১৫৪ ধারার অধীনে মুল্যায়নকারীদের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর জন্য কোনো আদেশ পাস করার ক্ষমতা দেবে না, যা ০১.০৪.২০০১ বা তার আগে শুরু হওয়া যেকোনো মূল্যায়ন বছরের জন্য প্রযোজ্য। এইভাবে, ০১.০৪.২০০১ এর পূর্বের সমস্ত সমাপ্ত লেনদেন চূড়ান্ত করা হয়েছিল এবং পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

৩৬. ২০০৬ সালের অর্থ আইনের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করে স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধারা ১৪ উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) শুধুমাত্র ২০০৬-০৭ মূল্যায়ন বছর থেকে কার্যকর হবে, যা এই বিধানটি ভবিষ্যৎমুখীভাবে কার্যকর করার অভিপ্রায়ের আরেকটি সূচক।

৩৭. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনার অফ ওয়েলথ ট্যাক্স, মিরাট বনাম শ্রাবণ কুমার স্বরূপ এবং সন্স, (১৯৯৪) ৬ এসসিসি ৬২৩ মামলায় এই আদালতের একটি তিন বিচারকের বেঞ্চের রায়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। উপরোক্ত মামলায় এই আদালতকে ওয়েলথ ট্যাক্স, ১৯৫৭ তে ০১.০৪.১৯৭৯ থেকে সন্নিবেশিত বিধি ১-খখ ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ মূল্যায়ন বছরের জন্য ১৯৮৩ সালের ০৮.০২ তারিখে মূল্যায়ন আদেশ পাস করা হয়েছিল, যে সময়ের মধ্যে বিধি ১-খখ বিধিতে প্রবর্তন করা হয়েছিল। মুল্যায়নকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিধি ১-খখ প্রয়োগ করে সম্পত্তিগুলির মূল্যায়ন করা উচিত। দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং মুল্যায়নকারীং অফিসার বিধি ১-খখ থেকে স্বাধীনভাবে স্থাবর সম্পত্তির মূল্যায়ন করেছিলেন।

৩৮. মুল্যায়নকারী কর্তৃক দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়েছিল। আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনালের সামনে রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক দায়ের করা আপিলও খারিজ করা হয়েছিল। হাইকোর্টও রাজস্ব বিভাগের বিরুদ্ধে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, যা এই আদালতে আপিল হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। এই আদালত "বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যা" এর বিভিন্ন নীতিগুলি লক্ষ্য করার পর রায় দিয়েছে যে "পদ্ধতিগত আইন" সাধারণভাবে বিচারাধীন মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিধি ১-খখ ব্যাখ্যা করে ২৩ এবং ২৫ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে:

"২৩. এখন আমরা বিধি ১-খখ এর পরিধি এবং বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারি। উক্ত বিধি শুধুমাত্র সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি পছন্দ প্রদান করে।

বিধি ১-খখ না থাকলেও, বিধি ১-খখ-তে অন্তর্ভুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি, অর্থাৎ কয়েক বছরের ক্রয় মূল্যে আয়ের মূলধনীকরণের পদ্ধতি গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি বা আইনি বাধা থাকত না। এই বিধিটির উদ্দেশ্য ছিল মূল্যায়নে অভিন্নতা আনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই ধরনের সম্পত্তির মূল্যায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা ও বৈষম্য এড়ানো।"

২৫. বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিধি ১-খখ মূলত একটি প্রমাণের নিয়ম, যা নির্দিষ্ট ধরনের সম্পত্তির মূল্যায়নের সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো মূল্যায়নে অভিন্নতা অর্জন করা এবং একই প্রকৃতি ও চরিত্রের সম্পত্তির মূল্যায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন এড়ানো। হাইকোর্টগুলির নেওয়া মতামত, আমাদের মতে, ত্রুটিপূর্ণ বলা যায় না।"

৩৯. উপরোক্ত মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে বিধি ১-খখ নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগেও প্রযোজ্য হবে, এই মর্মে যে উক্ত বিধি কেবল সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি পছন্দ প্রদান করে। এটি ধার্য করা হয়েছিল যে, বিধি ১-খখ না থাকলেও, বিধি ১-খখ-তে অন্তর্ভুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি, অর্থাৎ কয়েক বছরের ক্রয় মূল্যে আয়ের মূলধনীকরণের পদ্ধতি গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি থাকত না। উক্ত রায়টি আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই পার্থক্যযোগ্য। বর্তমান মামলায়, বিধি ৮ঘ-এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিটি গণনা করার একটি সুপরিচিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ছিল না। গণনা করার নতুন পদ্ধতি বিধি ৮ঘ দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল। কোনো মুল্যায়নকারীং অফিসার, এমনকি তার কল্পনাতেও, বিধি ৮ঘ দ্বারা কার্যকর করা পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে পারতেন না। সুতরাং, উপরোক্ত মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের ভিত্তিতে বিধি ৮ঘ-এর পূর্ববর্তী কার্যকারিতা গ্রহণ করা যায় না।

৪০. রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক নির্ভর করা পরবর্তী রায় হলো আয়কর কমিশন ১, আহমেদাবাদ বনাম গোল্ড কয়েন হেলথ ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, (২০০৮) ৯ এসসিসি ৬২২। উপরোক্ত মামলায়, এই আদালত আইনের ধারা ২৭১(১)(গ)(iii) এ ২০০২ সালের অর্থ আইন দ্বারা করা সংশোধনীগুলি বিবেচনা করেছিল। এই আদালত রায় দিয়েছে যে সংসদ "কিছু" এর পরিবর্তে "যদি কিছু" ব্যবহার করে অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যা প্রথমবারের মতো জরিমানা তৈরি করে এমন কোনো সারবত্তামূলক সংশোধনী ছিল না।

ধারাগুলিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত সংশোধনীটি ছিল ব্যাখ্যামূলক প্রকৃতির। ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি উল্লেখ করা হয়েছিল:

"৫. উল্লেখ্য যে, সংশোধনের আগে, ধারা ২৭১(১)(গ)(iii) নিম্নরূপ ছিল:

'২৭১(১)(গ)(iii) (গ) ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্রে, তার দ্বারা প্রদেয় যে কোনো করের অতিরিক্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যা গোপন করা বা ভুল বিবরণ দেওয়া আয়ের পরিমাণের দ্বিগুণের কম হবে না এবং দ্বিগুণের বেশিও হবে না।'

এটি সওয়াল করা হয়েছিল যে, বিধানের সাধারণ পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট যে, জরিমানা আরোপের জন্য করদাতার দ্বারা আয়কর প্রদেয় থাকা একটি অত্যাবশ্যক শর্ত ছিল না। 'যে কোনো' শব্দটি এই অবস্থানকে স্পষ্ট করে যে জরিমানা করদাতার দ্বারা প্রদেয় যে কোনো করের অতিরিক্ত ছিল। অতএব, যদি কোনো কর প্রদেয় না থাকে, তবুও জরিমানা আরোপযোগ্য ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই সওয়াল করা হয়েছে যে, সংশোধনের আগেও এটিকে এভাবে পড়া যেত না যে, যদি কোনো করদাতার দ্বারা ক্ষতি দেখিয়ে রিটার্ন দাখিল করার কারণে কোনো কর প্রদেয় না থাকে, তবে করদাতা যদি তথ্য গোপন করেন এবং/অথবা ভুল বিবরণ দেন, তাহলেও তিনি জরিমানা দিতে বাধ্য নন। যেহেতু কিছু হাইকোর্ট পরস্পরবিরোধী মতামত দিয়েছিল, সংসদ 'কিছু' শব্দটিকে 'যদি কিছু' দ্বারা পরিবর্তন করে অবস্থান স্পষ্ট করেছে। এটি এমন কোনো মূল সংশোধনী ছিল না যা প্রথমবারের মতো জরিমানা তৈরি করেছিল। অর্থ আইন দ্বারা করা সংশোধনী, যেমনটি ধারাগুলির নোটে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই অবস্থানকে স্পষ্ট করে যে সংশোধনীটি ব্যাখ্যামূলক প্রকৃতির ছিল এবং ২০০৩-০৪ মূল্যায়ন বছরের পূর্বের সমস্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

৪১. তিন বিচারকের বেঞ্চ ১৯৭৬ সালের ২৪.০৭ তারিখের বিভাগীয় সার্কুলারটিও উল্লেখ করেছিল, যা সংশোধিত বিধানের প্রকৃতি খুঁজে বের করার জন্য প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। তিন বিচারকের বেঞ্চ, আরও, ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দিয়েছে:

"১৬. আইন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রযোজ্য বিধানটি হবে রিটার্ন দাখিলের তারিখে বিদ্যমান আইন। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, কোনো রিটার্নে যদি কোনো ক্ষতি দেখানো হয়, তবে সেটি সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বছরের ক্ষতি নাও হতে পারে।

এটি এমনভাবে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যা আইনের ৭২ ধারা অনুযায়ী ভবিষ্যতের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা প্রয়োজন। অতএব, রিটার্ন দাখিলের তারিখে প্রযোজ্য আইনকে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না।"

তিন বিচারপতির বেঞ্চ, ২১ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত উপসংহারে নথিভুক্ত সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার পূর্ববর্তী মামলাগুলি এবং নীতিগুলি লক্ষ্য করার পরে

"২১. অবস্থানের উপরে, অনিবার্য উপসংহার হল যে ধারা ২৭১ (১) (সি)-এর ৪র্থ ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট এবং মৌলিক নয়। ভার্চুয়াল ক্ষেত্রে (২০০৭) ৯ এস. সি. সি ৬৬৫-এ বিপরীতভাবে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়।"

'উপরের মামলাটিও স্পষ্টভাবে পৃথকযোগ্য এবং বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি বলা হয়েছিল যে সংশোধনীগুলি স্পষ্ট প্রকৃতির ছিল, তাই পূর্ববর্তীভাবে কাজ করবে।

৪২. রাজস্ব বিভাগ তৃতীয় আয়কর কমিশনার বনাম কলকাতা নিটওয়ার্স, লুধিয়ানা, (২০১৪) ৬ এস. সি. সি ৪৪৪ মামলায় এই আদালতের রায়ের উপরও নির্ভর করেছে। উপরের রায়টি রাজস্ব বিভাগ দ্বারা এই বক্তব্যের জন্য নির্ভর করা হয়েছে যে এটি আদালতের কর্তব্য, যখন একটি কর বিধির যান্ত্রিক বিধানগুলিকে তার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়। ৩৪ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ

"৩৪. একটি কর আইনের পদ্ধতিগত বিধান ব্যাখ্যা করার সময় আদালতের কর্তব্য হলো এর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা। যেখানেই দায়বদ্ধতা আরোপের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, সেখানে আদালতগুলিকে পদ্ধতিগত বিধানগুলির একটি সাধারণ জ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়, যাতে অভিযোগ ব্যর্থ না হয়। পদ্ধতিগত বিধানগুলিকে নিঃসন্দেহে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কার্যকর হয় এবং তা ব্যর্থ না হয় (হুইটনি বনাম আইআরসি, ১৯২৬ এসি ৩৭ (এইচএল); সিআইটি বনাম মহালিরাম রামজিদাস, (১৯৪০) ৮ আইটিআর ৪৪২; ইন্ডিয়ান ইউনাইটেড মিলস লি. বনাম অতিরিক্ত মুনাফা কর কমিশনার, (১৯৫৫) ২৭ আইটিআর ২০ (এসসি); এবং গুরুসাহাই সাইগাল বনাম সিআইটি, (১৯৬৩) ৪৮ আইটিআর ১ (এসসি); সিডব্লিউটি বনাম শ্রাবণ কুমার স্বরূপ এবং সন্স, (১৯৯৪) ৬ এসসিসি ৬২৩; সিআইটি বনাম ন্যাশনাল তাজ ট্রেডার্স, (১৯৮০) ১ এসসিসি ৩৭০; অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লি. বনাম সিটিও, (১৯৮১) ৪ এসসিসি ৫৭৮)। ফ্রান্সিস বেনিয়ন, তার "বেনিয়ন অন স্ট্যাটিউটরি ইন্টারপ্রিটেশন, ৫ম সংস্করণ, লেক্সিস নেক্সিস"-এ উপরোক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে

একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু পদ্ধতিগত বিধানগুলিতে আইনসভা কর্তৃক করা পরিবর্তন বিচারপ্রার্থী এবং অন্যান্যদের সাধারণ সুবিধার জন্য প্রত্যাশিত, তাই এটি অনুমান করা হয় যে এটি বিচারাধীন এবং ভবিষ্যতের উভয় কার্যধারার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।"

৪৩. এই বক্তব্যের মধ্যে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না যে, কর সংক্রান্ত আইনের যন্ত্রপাতির বিধানটি তার প্রকাশ্য উদ্দেশ্যগুলিতে কার্যকর হতে হবে। তবে যন্ত্রপাতির বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা তা সম্ভাব্য বা পূর্ববর্তী কিনা তা নির্ভর করে সংবিধিবদ্ধ 'স্কিমের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির উপর। উপরের ক্ষেত্রে, আদালত যন্ত্রপাতির বিধানের সম্ভাব্যতা বা পূর্ববর্তীতার প্রশ্ন বিবেচনা করছিল না, তাই উপরের মামলাটিও বর্তমান মামলায় আপিলকারীকে সহায়তা করে না।

৪৪. আয়কর কমিশনার (সেন্ট্রাল)-১, নিউ দেথি বনাম ভাটিকা টাউনশিপ (উপরে)-এর সাংবিধানিক বেঞ্চ, উপরে উল্লিখিত সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতি লক্ষ্য করার পরে, ৩৬,৩৭ এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতগুলি নির্ধারণ করেছেঃ

"৩৬. সিআইটি বনাম সিন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোং লিমিটেড, এআইআর ১৯৬১ এসসি ১৬৩৩ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, যেহেতু কর প্রদানের দায়বদ্ধতা মূল্যায়ন বছরের শুরুতে, অর্থাৎ পয়লা এপ্রিল তারিখে, কার্যকর আইন অনুসারে গণনা করা হয়, তাই সেই তারিখের পরে আইনে কর দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন, যদিও তা মূল্যায়ন বছর চলাকালীন করা হয়, যদি না নির্দিষ্টভাবে পূর্ববর্তী করা হয়, তাহলে সেই বছরের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

প্রসঙ্গের উত্তর

৩৭. যখন আমরা আইনের ধারা ১১৩-তে প্রোভিসো সন্নিবেশের বিষয়টি, উপরোক্ত নীতিগুলি বিবেচনা করে, পরীক্ষা করি, তখন আমাদের অনিবার্য উপসংহার হলো যে আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল এটিকে প্রকৃতিগতভাবে ভবিষ্যৎমুখী করা। এই প্রোভিসোটিকে ঘোষণামূলক/বিধিবদ্ধ বা প্রতিকারমূলক হিসাবে গণ্য করা যায় না।

সমর্থনের কারণ

"৩৯. প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন হলো, ধারা ১১৩-এর প্রোভিসো (শর্ত) না থাকলে সারচার্জ আরোপের সংযোজন সহ ব্লক মূল্যায়ন করা কি সম্ভব ছিল? সুরেশ এন. গুপ্তা মামলাতেই এটি স্বীকার করা হয়েছিল এবং মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, ধারা ১১৩-এর সংশোধনের আগে, যে সংশোধনী দ্বারা প্রোভিসো যোগ করা হয়েছিল, ব্লক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সারচার্জ প্রদেয় ছিল কিনা, তা সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ছিল।"

আদালত উল্লেখ করেছে যে কিছু মুল্যায়নকারীং অফিসার এই মত পোষণ করেছিলেন যে কোনো সারচার্জ আরোপযোগ্য নয়। অন্যরা একটি নির্দিষ্ট সারচার্জ হার প্রয়োগ করতে দ্বিধায় ছিলেন, কারণ তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না যে কোন অর্থ আইন, যা এই হারগুলি নির্ধারণ করে, প্রযোজ্য হবে। এটি একটি সাধারণ জ্ঞান এবং আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সারচার্জ প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়। তবে, মুল্যায়নকারীং অফিসাররা অর্থ আইনে প্রদত্ত হারগুলি কোন তারিখের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হবে তা নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন। তাদের সামনে চারটি তারিখ ছিল, যথা: (সুরেশ এন. গুপ্তা মামলা, (২০০৮) ৪ এসসিসি ৩৬২, এসসিসি পৃ. ৩৭৯, অনুচ্ছেদ ৩৫)

(i) সারচার্জ কি সেই বছরের অর্থ আইনে প্রদত্ত হার অনুসারে আরোপযোগ্য ছিল, যে বছর অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল? অথবা

(ii) যে বছর অনুসন্ধান শেষ হয়েছিল? অথবা

(iii) যে বছর আইনের ধারা ১৫৮-খগ এর অধীনে ব্লক মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল? অথবা

(iv) যে বছর ব্লক মূল্যায়ন আদেশ পাস হয়েছিল?

৪৫. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আয়কর (চতুর্দশ সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৬ দ্বারা বিধি ৮ঘ আবার ০২.০৬.২০১৬ থেকে সংশোধিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিধি ৮ঘ উপ-বিধি (২) একটি নতুন বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"[(২) যে আয় মোট আয়ের অংশ নয়, সেই আয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় নিম্নলিখিত পরিমাণগুলির সমষ্টি হবে, যথা:—

(i) যে ব্যয় সরাসরি আয়ের সাথে সম্পর্কিত যা মোট আয়ের অংশ নয়; এবং

(ii) বিনিয়োগের মূল্যের প্রারম্ভিক ও সমাপনী স্থিতির মাসিক গড়ের বার্ষিক গড়ের এক শতাংশের সমান একটি পরিমাণ, যে আয় থেকে মোট আয়ের অংশ হবে না বা হবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা (i) এবং ধারা (ii)-এ উল্লিখিত পরিমাণ মুল্যায়নকারী কর্তৃক দাবি করা মোট ব্যয়ের বেশি হবে না।]"

৪৬. ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের যে পদ্ধতি ২৪.০৩.২০০৮ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে এবং ০২.০৬.২০১৬ থেকে একটি নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। যদি বিধি ৮ঘ কে পূর্ববর্তী বলে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে ৫ম ও ১৪শ সংশোধনী বিধিগুলির প্রয়োগযোগ্যতায় বিরোধ দেখা দেবে, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই বিধির একটি ভবিষ্যৎমুখী কার্যক্রম রয়েছে, যা অন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে ভবিষ্যৎমুখীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

৪৭. করদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক উত্থাপিত একটি সওয়ালও উল্লেখযোগ্য। মুল্যায়নকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী সওয়াল করেন যে, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে অধস্তন আইন সাধারণত পূর্ববর্তী হয় না, যদি না এর স্বপক্ষে স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে। এই প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম শিব কারাম্পাল সাহু, (২০০৯) ১১ এসসিসি ৪৫৩ মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে। ১৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছে:

"১৭. সাধারণত, একটি অধস্তন আইনকে পূর্ববর্তী কার্যকারিতা সম্পন্ন বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। ২০০৩ সালের ০৭-০৫ তারিখের সার্কুলার লেটারকে ভবিষ্যৎমুখী প্রভাব দেওয়া হয়েছিল। বিবাদীর বাবা ২০০০ সালের ১৯-০৫ তারিখে মারা যান। ২০০০ সালের ০৯-০৮ তারিখের সার্কুলারকেও পূর্ববর্তী প্রভাব দেওয়া হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। যে কোনো বিবেচনায়, যেহেতু ঝাড়খণ্ড রাজ্য ২০০৩ সালের ০৭-০৫ তারিখের সার্কুলার লেটারে বিহার রাজ্য কর্তৃক পূর্বে জারি করা সার্কুলার লেটারগুলিকে শুধুমাত্র ২০০০ সালের ১৫-১০ তারিখের (অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ার তারিখ) পরে মৃত্যু ঘটেছে এমন মামলার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে, তাই আমাদের মতে, হাইকোর্ট পরোক্ষভাবে এর পূর্ববর্তী প্রভাব দিয়ে গুরুতর ভুল করেছে যা এটি সরাসরি করতে পারত না। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য হাইকোর্টের দেওয়া কারণগুলি অগ্রহণযোগ্য।"

বিধি ৮ঘ তে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে বিধি ৮ঘ পূর্ববর্তীভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

৪৮. একটি আর্থিক বিধির পূর্ববর্তীতা ব্যাখ্যা করার জন্য বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলি প্রয়োগ করে এবং ধারা ১৪ক এর উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং বিধি ৮ঘ এর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে ২০০৬ সালের ফিনান্স বিলের ব্যাখ্যা নোট এবং ২৮.১২.২০০৬ তারিখের সার্কুলার দ্বারা প্রতিফলিত বিভাগীয় বোঝাপড়ার সাথে একত্রিত করে দেখলে, আমরা এই সুচিন্তিত মত পোষণ করি যে বিধি ৮ঘ ভবিষ্যৎমুখীভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ছিল।

৪৯. এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে এই আপিলের বিতর্কিত রায় বোম্বে হাইকোর্টের গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম আয়কর ডেপুটি কমিশনার, মুম্বাই এবং অন্য (২০১০) ৩২৮ আই. টি. আর. ৮১ (বোম)-এর আগের রায়ের উপর নির্ভর করে, যেখানে বোম্বে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সম্ভাব্যতা নির্ধারণের নীতিগুলি বিশদভাবে বিবেচনা করার পরে বা সংশোধনটি যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকে যে নিয়ম ৮ঘ প্রকৃতিতে সম্ভাব্য। বোম্বে হাইকোর্টের পূর্বোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ১২.০৮.২০১০ তারিখে এই আদালতে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল যা গোদরেজ এবং বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম আয়কর ডেপুটি কমিশনার, মুম্বাই এবং এ. এন. আর. (২০১৭) ৭ এস. সি. সি. ৪২১-এর রায় অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই আদালত, উপরের আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ১৪৪ ধারার ক্ষমতা সম্পর্কে করদাতার উত্থাপিত চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করে। রায়ের ৩৬ অনুচ্ছেদে, এই আদালত লক্ষ্য করেছে যে রাজস্বের বিধানগুলির পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের বিষয়ে আপিল দায়ের করা হয়েছিল, তাই উক্ত প্রশ্নটি পূর্বোক্ত আপিলের মধ্যে যায় নি। উপরের ক্ষেত্রে, এই আদালত বিশেষভাবে রাজস্বের দায়ের করা অন্যান্য আপিলগুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের প্রশ্নটি ছেড়ে দিয়েছে। এইভাবে আমরা এই আপিলগুলিতে বিধি ৮ ডি-এর পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে এগিয়ে গেছি।

৫০. উপরে বর্ণিত আমাদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে, বম্বে হাইকোর্টের আপিল খারিজ করা সম্পূর্ণরূপে টেকসই। উপরে বর্ণিত হিসাবে, এই নিয়ম ৮ঘ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং মূল্যায়ন বছরের ২০০৮-০৯-এর আগে কোনও মূল্যায়ন বছরে প্রয়োগ করা যেত না।

৫১. ফলস্বরূপ, রাজস্ব দ্বারা দায়ের করা সমস্ত আপিল খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে **রাজস্ব বিভাগের আপিলগুলি খারিজ।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal